Chitralekha Shee

Sub → ENVS

Sem → 1st (VAC)-01

Unit → (1) Sustainable Development.

Sustainable Development বা স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারনাটি বর্তমান বিশ্বে গড়ে উঠেছে অর্থনৈতিক উন্নতি, সম্পদের ব্যবহার ও মানব সমাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অর্থনীতি, সমাজবিদ্যা, পরিবেশ বিদ্যা, সম্পদ সমীক্ষা প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এর মূলে রয়েছে মেডোস ও তাঁর সহযোগীদের বিখ্যাত 'The Limits of Growth' শীর্ষক প্রতিবেদনে যেখানে একবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগকে মানবসমাজের উন্নতির চরম বিন্দু বলে নির্দেশ করা হয়েছে। কারন এর পরেই সম্পদের অভাবে অর্থনীতি ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় শুরু হবে তার ফলে গোটা বিশ্ব ব্যবস্থায় ভেঙে পড়বে। তাই বর্তমানের সমস্ত উন্নয়নমূলক কর্মসূচী পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে রচিত ও প্রযুক্ত হচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমন্বয়-মূলক এই বিশেষ ধারণাকেই বলা হয় 'Sustainable Development'.

Defination of Sustainable Development -

বিশ্ব পরিবেশ উন্নয়ন কমিশন বা World Commission on Environment & Development (WCED) OR Bruntdland Commission এর Report অনুযায়ী বলা হয় যে,

'Sustainable Development is a development which meets the needs of the current generation without compromising the ability of the future generation'.

অর্থাৎ — "স্থিতিশীল উন্নয়ন হল এমন এক উন্নয়ন যাঁরা যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন ও ক্ষমতাকে কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ না করে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা পূরণ করে"।

আবার Dictionary of Geography তে বলা হয়েছে যে,

— "স্থিতিশীল উন্নয়ন হল উন্নয়নের এমন একটি রূপ যার ভিত্তি সম্পদের সুবিবেচনা-প্রসূত ব্যবস্থাপনা বা ব্যবহার যার ফলে এর সাফল্য হয় দীর্ঘস্থায়ী"।

Sustainable Development is 'a form of development based on wise management of resources which should, therefore, have some longlasting sources'.

According to Robert Ripito,—

Robert Ripito তাঁর Global possible নামক বইতে লিখেছেন যে, স্থিতিশীল উন্নয়ন এমন একটি উন্নয়ন প্রকৌশল যা প্রবর্তন হলে বর্তমান প্রজন্মের উন্নতি অব্যাহত থাকবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দৈনন্দিন অনেক কষ্ট থেকে মুক্ত করে, তাঁদের ক্ষমতা, দক্ষতা ও মানবিক গুণাবলী বৃদ্ধির সহায়ক হবে এবং সর্বোপরি পারিবেশিক পরিমণ্ডলের অবনতি ও সম্পদ হ্রাস রোধ করে।

অর্থাৎ স্থিতিশীল উন্নয়ন হল একটি উন্নয়ন কার্য যেখানে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে পরিবেশগত সীমাবদ্ধ সমূহ সম্পূর্ণভাবে বিবেচনা করা হয় এবং উন্নয়ন কার্যগুলি (অন্যান্য

Principles of Sustainable Development :- OR
স্থিতিশীল উন্নয়নের নীতিসমূহ :

মানবসমাজের উন্নয়নশীল বিকাশের জন্য অর্থনৈতিক উন্নতি অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু বর্তমানে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উন্নয়নশীল দেশ গুলিতে যে হারে অগ্রগতি ঘটছে তার ফলে সঞ্চিত প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ অপচয় ঘটছে এবং কতকগুলি খনিজ সম্পদ প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। অপরদিকে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে অবিবেচনা-প্রসূত সম্পদের ব্যবহারে পার্থিব পরিবেশ এমনভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে যে সমগ্র জীবকুলের অস্তিত্ব সংকটে দেখা দিয়েছে। এ কারণেই স্থিতিশীল উন্নয়নের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে Bruntland Commission কমিশনের বিবরণী বিশ্লেষণ করে, স্থায়ী উন্নয়ন সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রধান নীতিগুলির উল্লেখ করা যায়;

ⓐ অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কিন্তু যেকোন মূল্যে নয় —

মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন তথা সর্বাঙ্গীন কল্যানসাধন যেকোন অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য অবশ্যই। কারন এর মাধ্যমে মানুষের আয় বৃদ্ধি ঘটে, জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আসে, বিকাশ ঘটে তার অন্তর্নিহিত গুনাবলীর। কিন্তু এ উন্নতির জন্য এমন কিছু করা ঠিক হবে না যাতে পরবর্তী প্রজন্মের উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

ⓑ পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র অবিকৃত রাখা

মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তার নিজের অস্তিত্বের জন্য প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যতই উন্নতি হোকনা কেন জীবজগতের বৃদ্ধি ও বিকাশ একেবারেই প্রকৃতি নির্ভর। তাই অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান শর্ত হল প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা। তাই সম্পদ সংরক্ষনের গুরুত্ব ব্যাপক ভাবে রূপায়ন করা হয়েছে। পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র অবিকৃত রাখা ও তার উন্নতির ধারাবার ওপর নির্ভর করছে মানবসমাজের অস্তিত্ব।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নতি নিশ্চিত করা ⇒

মানবসমাজের বর্তমান প্রজন্মের উন্নতির জীবনমানের জন্য অর্থনৈতিক উন্নতি ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রসার ঘটানো একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু এর ফলে সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পেতে চলেছে। যার প্রভাব অদূর ভবিষ্যতে সারা পৃথিবী জুড়ে সঞ্চিত সম্পদের হানি ঘটবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবন ধারনে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হবে। সুতরাং সম্পদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রন আবশ্যক, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই কুফল থেকে রক্ষা পায়। অর্থাৎ যথাসম্ভব পুনর্ভব এবং প্রতিস্থাপনযোগ্য সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পদের সংরক্ষন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

দূষন মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ⇒

বর্তমান সমাজ হল ভোগবাদী সমাজ। আর এই সমাজের প্রধান লক্ষ্য হল অতিরিক্ত মুনাফা লাভের জন্য ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিভিন্ন সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার। এইরূপ সম্পদ ব্যবহারের পদ্ধতি পার্থিব পরিবেশকে নানাভাবে দূষিত ও বিপর্যস্ত করে তুলেছে। বিভিন্ন শিল্প কারখানায় যেমোরোমাভাবে ব্যবহৃত কয়লা, খনিজতেল ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ প্রভৃতি এবং শিল্পের বর্জ্যপদার্থসমূহ নষ্ট করা হচ্ছে যাতে বায়ু, জল ও মাটি ক্রমাগত দূষিত হচ্ছে, যার প্রভাবে মানুষ নানা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে, আবার অত্যধিক জনসংখ্যার বৃদ্ধির দরুন বনভূমি কেটে বসতিস্থাপন যা পরিবেশ দূষনের অন্যতম প্রধান কারন। সুতরাং এই সকল বিষয়ে নিয়ন্ত্রন আরোপ ও দূষন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করা না হলে সমগ্র জীবজগৎই এক মহাসংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

সবুজ বাজার সৃষ্টি ⇒

সমাজের চাহিদা সৃষ্টি ও তা পুরনে সবুজবাজার সৃষ্টির প্রতি নজর দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে Peattia বলেছেন -
"The management Process responsible for identifying, anticipating and satisfying

the requirements of customers and society in a profitable and sustainable way."

অর্থাৎ পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক পন্য উৎপাদ বন্ধ করে পরিবেশের প্রতি বন্ধুসুলভ পন্য (Eco-friendly Product) উৎপাদনে জোর দিতে হবে। সমাজে ভোগের পরিমাণ না কমিয়ে শুধু ভোগ্যপন্যের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। যে সকল পন্য উৎপাদনে ও বন্টনে [illegible] পরিবেশ কোন রূপে বিঘ্নিত না হয় তার উৎপাদনে ব্যবসায়ীগনকে ছাড় দিতে হবে। যার ফলস্বরূপ বর্তমান প্রজন্ম তথা আগামী প্রজন্ম এর সুফল ভোগ করতে সচেষ্ট হবে।